BA CBCS POLITICAL SCIENCE HONS- 6TH SEM

CC-13: Modern Political Philosophy

Topic 4: Alexandra Kollontai

(Presentation themes: Winged and wingless Eros; proletarian woman; socialization of housework; disagreement with Lenin)

আলেকজান্দ্রা মিখাইলভনা কলোনটাই (১৯ মার্চ ১৮৭২ - ৯ মার্চ ১৯৫২) একজন রাশিয়ান বিপ্লবী, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক এবং মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ছিলেন। ভ্লাদিমির লেনিনের সরকারে জনগণের কমিশনার হিসাবে ১৯১৭-১৯১৮ সালে কর্মরত, তিনি বলশেভিক দলের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় মহিলা এবং শাসক মন্ত্রিসভার অফিসিয়াল সদস্য হওয়ার ইতিহাসে প্রথম মহিলা।

একজন ইম্পেরিয়াল রাশিয়ান সেনাবাহিনীর জেনারেলের কন্যা, কলোন্টাই ১৮৯০ এর দশকে উগ্র রাজনীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৮৯৯ সালে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টিতে (আরএসডিএলপি) যোগ দিয়েছিলেন। আরএসডিএলপি মতাদর্শগত বিভক্তির সময় তিনি লেনিনের বিপক্ষে জুলিয়াস মার্তভের মেনশেভিকের পক্ষে ছিলেন এবং ; বলশেভিক্স। ১৯০৮ সালে রাশিয়া থেকে নির্বাসিত, কলোন্টাই পশ্চিম ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেছিলেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পক্ষে ছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি মেনশেভিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং বলশেভিকদের সদস্য হন।

জারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির বিপ্লবের পরে, কলোন্টাই রাশিয়ায় ফিরে আসেন। তিনি লেনিনের মূল প্রস্তাবগুলি সমর্থন করেছিলেন এবং দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নীতির পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন যা অক্টোবর বিপ্লব এবং আলেকজান্ডার কেরেনস্কির অস্থায়ী সরকারের পতনের দিকে পরিচালিত করেছিল। 1919 সালে, কলোন্টাই জেনোটডেল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা সোভিয়েত ইউনিয়নের মহিলাদের অবস্থান উন্নয়নে কাজ করেছিল। তিনি ছিলেন নারীর মুক্তির চ্যাম্পিয়ন এবং মুক্ত প্রেমের সমর্থক এবং পরবর্তীতে মার্কসবাদী নারীবাদে মূল ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

কমোনস্ট পার্টি এবং এর অগণতান্ত্রিক অভ্যন্তরীণ অভ্যাসগুলির উপর আমলাতান্ত্রিক প্রভাবগুলির বিরুদ্ধে কলোন্টাই স্পষ্টবাদী ছিলেন। সে লক্ষ্যে, তিনি বামপন্থী শ্রমিকদের পক্ষে ছিলেন, 1920 সালে বিরোধিতা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত এবং একচেটিয়া হয়ে পড়েছিল, সরলভাবে দল থেকে তার নিজের বহিষ্কারকে এড়িয়ে চলেছিল। ১৯২২ সাল থেকে তিনি বিদেশে বিভিন্ন কূটনৈতিক পদে নিয়োগ পেয়ে নরওয়ে, মেক্সিকো এবং সুইডেনে কর্মরত ছিলেন। 1943 সালে, তিনি সুইডেনে রাষ্ট্রদূত উপাধিতে উন্নীত হন। কলোন্টাই ১৯৪৪ সালে কূটনৈতিক চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯৫২ সালে মস্কোয় মারা যান।

উইংস এবং উইংহীন ইরোস

বর্তমান সময়ের প্রায় 100 বছর আগে ১৯২৩ সালে লেখা, মার্কসবাদী-নারীবাদী বিপ্লবী আলেকজান্দ্রা কলোন্টাই তৎকালীন নবজাতক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে নতুন সামাজিক কাল্পনিক উত্পাদন করার অনুরূপ প্রয়োজনের কথা বলেছেন।

এমন সময়ে যখন সোভিয়েত পাবলিক সেক্টরে র‍্যাডিকাল লিঙ্গের ধারণা প্রচলিত ছিল, কলোনটাই লিঙ্গ সম্পর্কে নতুন বোঝার মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিলুপ্ত করার প্রয়োজনীয়তার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যা নবজাতক কমিউনিস্ট সমাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ উইকড ইরোস এর মেক ওয়েয়ের পাঠ্যে, কলোন্টাই প্রেমের দুটি ভিন্ন ধারণার তুলনা করে। একদিকে বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে আমরা একটি ব্যক্তির প্রতি প্রেমকে একটি সর্বাত্মক অনুভূতির সাথে যুক্ত করতে শিখি যা বিবাহের অবসান ঘটে। বুর্জোয়া প্রেম অনুসারে, তখন, কলোন্টাইয়ের জন্য, "প্রেম কেবল তখনই অনুমোদিত যখন বিবাহের মধ্যে থাকে। আইনী বিবাহের বাইরের প্রেমকে অনৈতিক বলে মনে করা হয়। " স্থিতিশীল পারিবারিক ইউনিটের আদর্শ সংলগ্ন নৈতিক পরিচয় প্রস্তুত করে যেমন উদাহরণস্বরূপ, একজন ভাল পরিবারের ব্যক্তি হওয়ার জন্য, "বুর্জোয়াদের চোখে, একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান গুণ।" বাইরের বিয়ের প্রেমকে – এবং বিশেষত মহিলাদের জন্য কলঙ্কজনক বলে মনে করা হত। অন্যদিকে, "বুর্জোয়া সংস্কৃতির সর্ব-আলিঙ্গন এবং একচেটিয়া বৈবাহিক প্রেমকে প্রতিস্থাপন করতে," কলোন্টাই "কমরেডশিপ প্রেম" এর ধারণার প্রস্তাব দেন যা তার জন্য, "অন্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের অধিকার এবং অখণ্ডতার স্বীকৃতি জড়িত, একটি পারস্পরিক সমর্থন, সংবেদনশীল সহানুভূতি এবং অন্যের 1/6 প্রয়োজনের প্রতি প্রতিক্রিয়া। " অনুসারে, কমিউনিস্ট সমাজকে সংহতি ও পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে, সুতরাং এই মনস্তাত্ত্বিক মনোভাবগুলি গড়ে তোলা দরকার। কলোন্টাইয়ের পক্ষে সংহতি কেবল শ্রমজীবী শ্রেণীর সাধারণ স্বার্থের যৌক্তিক সচেতনতার উপর নির্ভর করে না তবে একটি সাধারণ প্রকল্পের আওতায় সমষ্টিগত সদস্যদের সংযুক্ত করে বৌদ্ধিক ও মানসিক বন্ধন গড়ে তোলার উপরও নির্ভর করে না। "সংবেদনশীলতা, সহানুভূতি, সহানুভূতি এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা" তার মতো "উষ্ণ সংবেদনগুলি" সেই প্রেমের দিক যা কমিউনিস্ট আকাঙ্ক্ষাকে গ্রহণ করা উচিত। সুতরাং, কলোনটাই যখন আশা করেছিলেন যে নেতিবাচক প্রেম - এটি "সম্পত্তির বোধ" এবং "অংশীদারকে 'চিরকালের জন্য" আবদ্ধ করার অহংকারিক ইচ্ছা - বিলুপ্ত হবে, এই সমাজকে ইতিবাচক, "মূল্যবান দিকগুলি বিকাশ করতে হবে" এবং উপাদান "ভালবাসা। সাম্যবাদী ভালবাসা পারিবারিক ইউনিটে সম্পত্তির অবসান হিসাবে প্রেমের ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করলেও, এটি "উষ্ণ আবেগ" হিসাবে সর্বহারা শ্রেণীর প্রভাবিত, সংহতি, বন্ধন এবং যৌন চর্চা হিসাবে প্রেমকে স্বাগত জানানো উচিত।

কলোনটাই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে বুর্জোয়া পুরুষতন্ত্রকে বিলুপ্ত করার জন্য, তখন কমরেডশিপ প্রেমের তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত গুণাবলীর জড়িত হওয়া প্রয়োজন (মূলত ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলা): প্রথমত, "সাম্য" ধারণাটি পুরুষতন্ত্র অহংকার এবং মহিলার দাসত্ব দমন বন্ধ করে দেবে " ব্যক্তিত্ব দ্বিতীয়ত, "অন্যের অধিকারের পারস্পরিক স্বীকৃতি" এবং "এই সত্য যে একজনের অপরের হৃদয় ও আত্মার মালিকানা নেই" এর ধারণা, যা বুর্জোয়া কর্তৃক উত্সাহিত "সম্পত্তির বোধের" ফলস্বরূপ ছিল সংস্কৃতি এবং তৃতীয়ত, একটি তথাকথিত "কমরেডলি সংবেদনশীলতা", যা "প্রিয় ব্যক্তির অন্তর্নিহিত কাজগুলি শোনার এবং বোঝার ক্ষমতা", এমন একটি দক্ষতা যা "বুর্জোয়া সংস্কৃতি কেবল মহিলার কাছে দাবি

করেছিল।" এই গুণাবলীর ভিত্তিতে এই ভিত্তি তৈরি হয়েছিল যে, রাশিয়ান বিপ্লব সম্পাদনের জন্য যে প্রত্যাশা এবং জরুরী ভিত্তিতে র‍্যাডিকাল লিঙ্গ কল্পনাগুলি প্রতিক্রিয়া জানাবে।

অপরিবর্তিত যৌন ড্রাইভটি সহজেই উত্সাহিত হয় তবে শীঘ্রই এটি ব্যয় হয়; সুতরাং "উইংহীন ইরোস" "উইংড ইরোস" এর চেয়ে কম অভ্যন্তরীণ শক্তি গ্রহণ করে। যার ভালবাসা প্রতিটি প্রকারের আবেগের সূক্ষ্ম প্রান্তে বোনা। "উইংলেস ইরোস" কোনও ব্যক্তিকে নিদ্রাহীন রাত ভোগায় না, কারও ইচ্ছার ঝাঁকুনি দেয় না এবং মনের যৌক্তিক কাজকে জড়িয়ে দেয় না। যুদ্ধবিগ্রহ এমন সময়ে "উইংড ইরোস" এর শক্তির অধীনে পড়তে পারত না যখন বিপ্লবের ক্লারিওন ডাকছিল। সরাসরি বিপ্লবকে পরিবেশন করেনি এমন অভিজ্ঞতাগুলিতে সম্মিলিত সদস্যদের অভ্যন্তরীণ শক্তি নষ্ট করা এমন সময়ে সমীচীন হবে না। পৃথক যৌন প্রেম, যা জুটির বিবাহের কেন্দ্রস্থলে থাকে, আন্তঃশক্তির একটি দুর্দান্ত ব্যয়ের দাবি করে। শ্রমজীবী শ্রেণি কেবল বৈষয়িক সম্পদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে নয় বরং প্রতিটি ব্যক্তির বৌদ্ধিক ও মানসিক শক্তি সংরক্ষণে আগ্রহী ছিল। এই কারণেই, তীব্র বিপ্লবী সংগ্রামের এক সময়ে, পুনরুত্পাদন করার অযৌক্তিক প্রবৃত্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমস্ত আলিঙ্গন "ডানাযুক্ত ইরোস" প্রতিস্থাপন করেছিল।

সর্বহারা নারী

কলোন্টাই হলেন প্রথম মহিলা যিনি মন্ত্রিসভার কর্মকর্তা ছিলেন: তিনি অক্টোবরের বিপ্লবের পরে প্রথম বলশেভিক সরকারে কল্যাণে জনগণের কমিসার ছিলেন। তিনি নতুন সরকারের "মহিলা বিভাগ" (ঝেনোটডেল) (*Zhenotdel*) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সরকারী কূটনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত প্রথম মহিলাদের মধ্যে একজন ছিলেন। এই আধিকারিক দায়িত্বের চেয়ে আরও উত্তেজনাপূর্ণ ছিল কলোনটাইয়ের বিপ্লবী রচনা ও রচনা, যা কেবল লিঙ্গীয় সাম্যতা এবং সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের মধ্যেই নয়, সংগ্রামে ভালবাসা এবং সংহতির সাধারণ ভূমিকাতেও মনোনিবেশ করেছিল। একজন মার্কসবাদী মহিলা শ্রমিকদের সংগঠিত করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কলোন্টাই যুক্তি দিয়েছিলেন যে নারীদের অধীনতা অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নোঙ্গর করা হয়েছিল; এটি হ'ল ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের সূত্র ব্যবহার করতে "অবিলম্বে জীবনের উত্পাদন এবং প্রজনন" এর শর্তে। এই শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে যে কীভাবে মানব অস্তিত্ব উত্পাদিত এবং পুনরুত্পাদন করা হয় এবং কীভাবে অস্তিত্বের উপায়গুলি – খাদ্য, পোশাক, আশ্রয়, সরঞ্জামাদি এবং কীভাবে সুরক্ষিত এবং ব্যবস্থা করা হয়। অর্থনীতিতে নারীর অবস্থান - যা পরিবারে শ্রমের যৌন বিভাগ অন্তর্ভুক্ত। সমাজে মহিলাদের অবস্থান নির্ধারণ করে। ফলস্বরূপ হ'ল নারীর মুক্তি পুঁজিবাদ নির্মূল, শ্রেণি সমাজ এবং শোষণ এবং উত্পাদন ও জীবনের কমিউনিস্ট পুনর্বিন্যাসের উপর নির্ভর করে।

কল্যানটই ছিলেন মহিলা শ্রমিকদের একজন উগ্র উকিল। তিনি তার আত্মজীবনীতে বলেছেন যে তিনি তার "পুরো হৃদয় ও প্রাণ" কে "শ্রমজীবী মহিলাদের দাসত্ব বিলুপ্তি" সংগ্রামের জন্য রেখেছিলেন। এর অর্থ নারী শ্রমিকদের সমাজতন্ত্রে জয়ী করা এবং নারীর মুক্তির জন্য সমঅধিকারের জন্য লড়াই করা। কলোনটাই এভাবে

দ্বি-সম্মুখ লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলেন: একদিকে বুর্জোয়া নারীবাদীদের বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে মহিলা কর্মীদের দিকে সমাজতান্ত্রিক দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।

যৌনতার ভিত্তিতে একীকরণের পরিবর্তে মহিলারা শ্রেণিবদ্ধ হয়ে বিভক্ত হন। শ্রেণী সংগ্রাম নারীদের যেমন বিভক্ত করে তোলে ঠিক তেমনই পুরুষদেরও। লিঙ্গ ঐক্য "বিদ্যমান নেই এবং থাকতে পারে না"। যদিও তারা সমস্ত নারী বা মহিলাদের কথা বলে, বুর্জোয়া নারীবাদীরা তাদের নির্দিষ্ট শ্রেণি অবস্থান থেকে শিক্ষা, সম্পত্তি, ভোটাধিকার এবং পেশাগুলিতে অ্যাক্সেসের জন্য তাদের নির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা থেকে নারীর মুক্তির প্রশ্ন তুলেছেন।

সর্বহারা পুরুষের মূলত বিভিন্ন স্বার্থ, আগ্রহ যা প্রলেতারীয় পুরুষদের সাথে মিল রয়েছে পুঁজিবাদী শোষণ ও আধিপত্যের কবলে পড়া একই সামাজিক অবস্থার দ্বারা নিপীড়িত হয়ে যেমন তারা "পুরুষদেরকে তাদের কমরেড মনে করে"। কলোনটাই মনে মনে রেখেছেন যে বিপুল সংখ্যক শ্রেনী-শ্রেনী নারীকে পুঁজিবাদী শ্রমশক্তিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল - প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিলিয়নেরও বেশি। "শ্রমিক মহিলা প্রথম এবং সর্বাগ্রে শ্রমিক শ্রেণীর সদস্য ," সে বলে . নারীবাদ তার পক্ষে কিছুই করে না - বুর্জোয়া নারীবাদীদের সাথে জোট থেকে লাভ করার মতো কিছুই তার কাছে নেই। রাশিয়ার মহিলা শ্রমিকদের আন্দোলনের ইতিহাসে, কলোন্টাই এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। মহিলা শ্রমিকদের দাবি ছিল যা তাদের নির্দিষ্ট শর্ত থেকে উদ্ভূত হয়েছিল: তারা চেয়েছিল একটি স্বল্প কর্ম দিবস, উচ্চ বেতনের বেতন, কারখানায় আরও বেশি মানবিক আচরণ এবং পুলিশ নজরদারি কম বুর্জোয়া নারীবাদীদের এগুলির কোনও বিষয়েই আগ্রহ ছিল না।

কলোন্টাই গৃহকর্মীদের উদ্বেগের প্রতিও অংশ নিয়েছিলেন। 1905 জুড়ে, প্রথম রাশিয়ান বিপ্লবের বছর, লন্ড্রেস, রান্নাঘর এবং গৃহপরিচারিকা ধর্মঘট কর্ম এবং রাস্তার বিক্ষোভ চালিয়েছিল। তারা নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে ভদ্র চিকিত্সা, আট ঘন্টা কাজের দিন, ন্যূনতম মজুরি এবং পৃথক জীবনযাত্রার দাবি করে। বুর্জোয়া নারীবাদীরা অ্যালায়েন্স ফর মহিলা সমতার জন্য সংগঠিত হয়ে গৃহকর্মীদের সাথে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিল এবং একটি সভা ডেকেছিল। বিপুল সংখ্যক চাকুরীজীবি বেরিয়ে এসেছিল, তবে তারা "লেডি নিয়োগকর্তা এবং গৃহকর্মীদের মধ্যে মিশ্র জোট" দ্বারা বন্ধ করা হয়েছিল । (কলোন্টাইয়ের গৃহকর্মী শ্রমের প্রতি মনোযোগ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্লোডিয়া জোন্স, লুইস থম্পসন প্যাটারসন, এস্থার কুপার জ্যাকসন, এবং অ্যালিস চাইল্ড্রেসের মতো কৃষ্ণাঙ্গ কমিউনিস্ট মহিলাদের কাজকে অনুরোধ করে তারাও গৃহকর্মীদের সংগঠিত করার গুরুত্বকে জোর দিয়েছিল।

১৯০৫ সালের বিপ্লবে নারী শ্রমিকরা প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। রক্তাক্ত সানডে বর্ণনা করে কলোনটাই বলেছেন যে "মহিলা শ্রমিক, যুবতী, শ্রমজীবী স্ত্রী, এই জানুয়ারীর দিন গণপিটুনির মধ্যে একটি সাধারণ ব্যক্তি" । মহিলারা কারখানার সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘটের স্লোগান প্রচার করেছিলেন এবং প্রথমদিকে কয়েকজন বেরিয়ে

এসেছিলেন। কলোন্টাই ১৯০৫ সালের বিপ্লব জুড়ে সর্বহারা মহিলাদের সাহস এবং এজেন্সির উপর জোর দিয়েছিলেন:

কলোনটাইয়ের কিছু নারীবাদী সমালোচক তাকে পুরুষালিদ হিসাবে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে পুরুষতন্ত্রের সমালোচনা করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ আনে। এই চার্জটি সঠিক নয়। এটি মহিলা কর্মীদের শক্তি ও সাহসকে মুছে ফেলা শ্রেনীর লড়াইয়ে লিঙ্গকে আচ্ছাদন করে। এটি একটি সমালোচনা যা রাজনৈতিক সংগ্রামের একই পক্ষের সর্বহারা কমরেডদের শক্তি এবং এজেন্সি আঁকার জন্য বাইনারি লিঙ্গ ব্যবহার করে। কলোন্টাই সাহস, সহনশীলতা, উত্সর্গতা এবং রাজনৈতিক চেতনা জাগরণের প্রশংসা করেন যা সংগঠিত সংগ্রাম সকল লিঙ্গদের সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে নিয়ে আসে।

গ্রামাঞ্চলের কৃষক মহিলারাও ১৯০৫ সালের বিপ্লবে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন, তাকে "পেটিকোট বিদ্রোহ:" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল

“ক্রোধে ভরা এবং সাহসী হয়ে নারীদের জন্য অবাক করে কৃষক মহিলারা সেনা ও পুলিশ সদর দফতরে আক্রমণ চালিয়েছিল যেখানে সেনা রিক্রুটাররা অবস্থান নিয়েছিল, তাদের পুরুষদের ধরে নিয়েছিল এবং তাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। রাকস, পিচফোরস এবং ঝাড়ু দিয়ে সজ্জিত কৃষক মহিলারা গ্রাম থেকে সশস্ত্র রক্ষীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। । । এই প্রতিবাদে কৃষক স্বার্থরক্ষা এবং নিখুঁতভাবে ‘মহিলা’ স্বার্থের প্রতিরক্ষা এতটা নিবিড়ভাবে জড়িত যে তাদেরকে ভাগ করে নেওয়ার এবং ‘পেটিকোট বিদ্রোহীদের’ শ্রেণিবদ্ধ করার কোনও ভিত্তি নেই ‘নারীবাদী আন্দোলনের’ ।

কৃষক মহিলাদের ভয়াবহ ক্রিয়া বর্ণনা করার জন্য প্রাথমিকভাবে মহিলাদের স্বার্থ তাদের শ্রেণি প্রসঙ্গে হ্রাস পাবে এমনকি এই প্রসঙ্গটিই তাদের ক্রিয়াকলাপটি চালাচ্ছিল। নিশ্চিত হওয়া দরকার যে, রাজনৈতিক মঞ্চে কৃষক নারীর বিস্ফোরণ তাদেরকে রাজনৈতিক সমতা দাবি করার দিকে পরিচালিত করেছিল, তবে এটি ছিল "পুরো কৃষকের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ" - এর লড়াইয়ের ফলে যে সচেতনতার ফলস্বরূপ - এটি হ'ল জমি অধিগ্রহণ এবং কৃষি বন্ধনের শর্তের সমাপ্তি।

মহিলা শ্রমিকদের পক্ষে তার সংগ্রামের এই প্রথম দিকটি সংক্ষেপণের জন্য, কলোন্টাই যুক্তি দিয়েছিলেন যে বুর্জোয়া নারীবাদীদের লক্ষ্য শ্রেণীর সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক সমতা, সেই সমাজকে ভেঙে ফেলার নয়। শ্রমজীবী নারীরা বুঝতে পারে যে যতক্ষণ তারা তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়, ততক্ষণ তারা "পুঁজিবাদের জোয়াল বহন করবে" ততক্ষণ তারা মুক্ত হবে না। তাদের সমস্ত পছন্দগুলি who কারা এবং বিবাহিত হবে কিনা, সন্তান জন্মদান করা উচিত এবং কীভাবে তাদের যত্ন নেওয়া যায়, তারা বিয়ে করতে বেছে নেওয়া, তারা যদি সন্তান জন্মদান বেছে নেয়, তবে তারা যে ধরণের কাজ করতে পারে - বাজারের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং কলোনটাই কোনও নারীবাদী ছিলেন না। তিনি কিছু "সার্বজনীন‘ মহিলাদের প্রশ্ন ’হিসাবে" নারীবাদী আত্ম-বিভ্রান্তির আশ্বাস দেয় "এই ধারণাটি

প্রত্যাখ্যান করেন। মহিলাদের মুক্তির জন্য সমাজতন্ত্র, শ্রেণি সমাজের সমাপ্তি এবং পুঁজিবাদী শোষণের প্রয়োজন।

গৃহকর্মের সামাজিকীকরণ

সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং এর চূড়ান্ত রূপে, সাম্যবাদ, ঘরোয়া এবং সামাজিক জীবনের নতুন ধরণের সংগঠন লিঙ্গদের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটায়। মহিলারা অর্থনৈতিক উত্পাদন এবং জনসমাজের ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে সমান পদক্ষেপে সম্পূর্ণরূপে অংশ নেবে - অর্থাত্ শ্রম, রাজনৈতিক জীবন এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপ। এই লক্ষ্যে, উদাহরণস্বরূপ, যৌথ পরিষেবাদির ক্ষেত্রগুলিতে - লন্ড্রি, ডে কেয়ার সেন্টার এবং ক্যান্টিনগুলিতে স্থানান্তর করে, বাড়ির যে সমস্ত কাজকর্মের সাথে তারা বাড়িতে চাপিত হয়েছিল সেগুলি থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া অপরিহার্য ছিল। সেখানে, মহিলা কর্মীরা গৃহস্থালি ক্ষেত্রের মহিলাদের দ্বারা নিখরচায় সম্পাদিত কাজগুলি সম্পাদন করতেন।

বেতনভুক্ত কর্মচারীদের মর্যাদা অর্জনের মাধ্যমে, মহিলারা তাদের স্বামী ও পরিবার-পরিজন নিয়ে প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতে পারে। লিঙ্গদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক নির্ভরতার সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াবে এবং প্রেম এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সম্পর্ক হয়ে উঠবে। বিবাহ চুক্তি - এটি বাস্তবিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের নিশ্চয়তা - বলা অর্থহীন হয়ে যাবে। পুরুষ এবং মহিলা একটি "মুক্ত ইউনিয়নে" একসাথে থাকতেন এবং তারা যখন চান তখন একে অপরের থেকে পৃথক হতে সক্ষম হতেন। এর সাথে জড়িত কর্তব্য এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে বঞ্চিত, পরিবারটি শেষ পর্যন্ত "শুকিয়ে যাবে"। আইনটি এই প্রকল্পের সাথে অভিযোজিত হয়েছিল এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবারের ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক পরিচালনার জন্য নতুন বিধি প্রণীত হয়েছিল। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরের প্রথমদিকে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সাম্যতা ছিল একটি ডিক্রি প্রথম পারিবারিক কোড ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ধর্মীয় বিবাহ এবং কেবল স্বীকৃত নাগরিক বিবাহকে সরিয়ে দেয়। অবৈধ শিশুদের পরিবারের মধ্যে বৈধ শিশুদের মতো একই অধিকার দেওয়া হয়েছিল মহিলারা স্বামীর উপর আইনী নির্ভরতা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। জারের অধীনে বিবাহবিচ্ছেদ, যা কার্যত অভাবনীয় ছিল, দু'জন স্ত্রীর মধ্যে একজনের দ্বারা সাধারণ অনুরোধ জমা দেওয়ার পরে তা সহজ হয়ে যায়।

লেনিনের সাথে মতভেদ

কলোন্টাই সোশাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির সদস্য ছিলেন। ১৯০৩ সালে লন্ডনে এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে এর দুই নেতা ভ্লাদিমির লেনিন এবং জুলিয়াস মার্তভের মধ্যে বিরোধ হয়। লেনিন নির্দলীয় সহানুভূতিশীল এবং সমর্থকদের একটি বিশাল সীমানা সহ পেশাদার বিপ্লবীদের একটি ছোট দলের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন। বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী থাকা ভাল বলে বিশ্বাস করে মার্টভ দ্বিমত পোষণ করলেন। মার্টভ ২৮-২৩ ভোটে জয়লাভ করেছিলেন তবে লেনিন ফলাফলটি মানতে রাজি ছিলেন না এবং বলশেভিকস নামে পরিচিত একটি দল গঠন করেছিলেন। যাঁরা মার্তভের প্রতি অনুগত ছিলেন তারা মেনশেভিকস হিসাবে পরিচিত হন। এই পুরো সময়কালে কলোন্টাই বুর্জোয়া নারীবাদীদের কাছ থেকে স্বতন্ত্রভাবে

সংগঠিত হওয়ার জন্য শ্রমজীবী নারীদের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। এতে তিনি বেশিরভাগ মেনশেভিক গোষ্ঠীর সাথে মতবিরোধে ছিলেন যা বুর্জোয়া নারীবাদের শক্তির সাথে ধারাবাহিকভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল এবং সমঝোতা করেছিল। নারীবাদের প্রতি তার বৈরিতা তাকে বলশেভিকদের নিকটবর্তী করেছিল যারা একইভাবে নারীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তবে এই পর্যায়ে তিনি এখনও শ্রমজীবী নারীদের সংগঠনের বিষয়ে সুসংগত সাম্যবাদী অবস্থান গড়ে উঠতে পারেন নি, যা ১৯১৭ সালের বিপ্লবের প্রাক্কালে বলশেভিকদের পাশাপাশি তিনি বিকাশ করবেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, জেলকিনের বিপরীতে কলোনটই শ্রমিক শ্রেণির মহিলাদের আন্দোলনের দলীয় নেতৃত্বের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করার ব্যর্থতা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই অর্থে তিনি লেনিন ও বলশেভিকদের চেয়ে মেনশেভিক গোষ্ঠীর অবস্থানের নিকটবর্তী ছিলেন। কলোন্টাইয়ের বলশেভিক পর্ব শুরু হয়েছিল যখন ১৯১৫ সালে লেনিনের সাথে তিনি তার মতবিরোধ তৈরি করেছিলেন, এটি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাদের যৌথ পরাজয়বাদী অবস্থানের কারণেই।

আলেকজান্দ্রা কলোন্টাই তাঁর ৮০ তম জন্মদিনের এক মাসেরও কম সময়ে ১৯৫২ সালের ৯ মার্চ মস্কোয় মারা যান। তিনি ছিলেন বলশেভিকদের কেন্দ্রীয় কমিটির একমাত্র সদস্য যে অক্টোবাল বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যারা স্টালিন নিজে এবং তাঁর অনুগত সমর্থক মাতভেই মুরানভ ব্যতীত ১৯৫০ এর দশকে বসবাস করতে পেরেছিলেন। কখনও কখনও তাকে সমালোচনা করা হয়েছিল এবং এমনকি অবজ্ঞার শিকারও করা হয়েছিল স্ট্যালিনিস্ট পুরিজ চলাকালীন তাঁর কণ্ঠস্বর উত্থাপন না করার জন্য, যখন অগণিত অন্যদের মধ্যে, তার প্রাক্তন স্বামী, তার প্রাক্তন প্রেমিক এবং লড়াইয়ের কমরেড এবং তার এতগুলি বন্ধুকে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছিল। ১৯৬০-এর দশকে উগ্রবাদ পুনরুত্থান এবং ১৯৭০-এর দশকে নারীবাদী আন্দোলনের বিকাশ বিশ্বজুড়ে আলেকজান্দ্রা কলোন্টাইয়ের জীবন ও লেখায় নতুন আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। পরবর্তীকালে এবং কলোন্টাইয়ের কাছাকাছি সময়ে বই এবং পাম্পলেটগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। অটল মার্কসবাদী হিসাবে কলোন্টাই উদারবাদী নারীবাদের মতবাদের বিরোধিতা করেছিলেন, যা তিনি বুর্জোয়া হিসাবে দেখতেন। তিনি মহিলা মুক্তির চ্যাম্পিয়ন ছিলেন, তবে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে এটি "একটি নতুন সামাজিক শৃঙ্খলা এবং একটি পৃথক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিজয়ের ফলস্বরূপই ঘটতে পারে", এবং সুতরাং এটি একটি মূল ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিবেচিত হয়েছে মার্কসবাদী নারীবাদ।